(৮)

দৈনিক
ইনকিলাব

তারিখ ... SEP 18 2006 ... ...
পৃঃ ১২ কলাম ৫......

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে মাস্টার্সে ভর্তি পরীক্ষা

১৫ হাজার আসনের বিপরীতে ৬ হাজার প্রার্থী

কোন ছাত্র-ছাত্রী পায়নি ১৭ কলেজ

ইনকিলাব রিপোর্ট

কলেজ আছে। শিক্ষক আছে। শিক্ষকগণ এমপিওভুক্ত। অবকাঠামো আছে। জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় অনুমোদিত আসনও আছে। কিন্তু নেই কোন ছাত্র। মাস্টার্সের (পাস কোর্স) বিজ্ঞান, বাণিজ্য ও এবং মানবিকের অধিকাংশ বিষয়ে শিক্ষার্থী নেই। মাস্টার্স পর্যায়ে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বীকৃত আছে এমন ৬৯টি কলেজের মধ্যে প্রায় অর্ধেকে গত বছরেও কোন শিক্ষার্থী ছিলনা। বাকি কলেজগুলো ৩ বিভাগে যে শিক্ষার্থী পেয়েছে তাও আসনের তুলনায় প্রায় অর্ধেক। কোন কোন কলেজে এক একটি বিষয়ে ২/১ জন ছাত্রও রয়েছে। বছরের পর বছর ধরে চলছে এ অবস্থা। তারই ধারাবাহিকতায় এবারের মাস্টার্স প্রথম পর্বের ভর্তি পরীক্ষায় ১৫ হাজার আসনের বিপরীতে পরীক্ষায় অংশ নিয়েছে ৫ হাজার ৯৪৭ জন। ফলে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীন বিশ্ববিদ্যালয় কলেজগুলোর ১১-এর পৃঃ ২-এর কঃ দেখুন

১৫ হাজার আসনের বিপরীতে

১২-এর পৃষ্ঠার পর

দুই-তৃতীয়াংশ আসন খালি থাকবে। ৬৯টি কলেজের মধ্যে ৫২টি কলেজ থেকে ছাত্র-ছাত্রীরা ভর্তির আবেদন করেছে। বাকি ১৭টি কালেজে কোন ভর্তির আবেদনই জমা পড়েনি। গত বছরও মাস্টার্স প্রথম পর্বে প্রায় ১০ হাজার ছাত্র-ছাত্রী ভর্তি পরীক্ষায় অংশ নিয়েছিল। তৃতীয় ডিগ্রিতে তৃতীয় শ্রেণীপ্রাপ্ত শিক্ষার্থীদেরও ভর্তির সুযোগ দিয়ে সকল ছাত্রকেই ভর্তি করে নেয়া হয়েছে। একই নীতিমালায় এবারও ভর্তি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়েছে গত শুক্রবার। এ ভর্তি পরীক্ষার ফর্ম বিক্রি করা হয়েছে ২০০ টাকায়। সারা দেশে ৩৭টি কেন্দ্রে ভর্তি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

কোন কোন কেন্দ্রে ২/৩ জন ছাত্র-ছাত্রী ভর্তি পরীক্ষা দিয়েছে। অবশ্য এক একটি কেন্দ্রে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় মনোনীত কেন্দ্র পরিদর্শকও ছিলেন ২/৩ জন করে। পরীক্ষার্থী যাই হোক এই কেন্দ্র পরিদর্শনের জন্য জনপ্রতি কেন্দ্র পরিদর্শক সম্মানি ভাতা পেয়েছেন ২ থেকে ৫ হাজার টাকা পর্যন্ত।

পরীক্ষা কেন্দ্র পরিদর্শন করে এসে অনেক কেন্দ্র পরিদর্শক ক্ষোভও প্রকাশ করেছেন। বলেছেন, যে কেন্দ্রে ২/৩ জন পরিদর্শক সে কেন্দ্রে ৩ জন পরিদর্শক পরিদর্শন যেমন অবমাননাকর তেমনি হাস্যকর।

১৫ হাজার আসনের বিপরীতে প্রায় ৬ হাজার ছাত্র-ছাত্রীর মধ্যে ভর্তি পরীক্ষা নেয়ার কারণ জানতে চাইলে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি প্রফেসর ওয়াকিল আহমেদ বলেছেন, এত কম পরীক্ষার্থী হবে বুঝতে পারিনি।